যুগান্তর

তারিখ 04 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৫

যুগান্তর

মানববন্ধন শিক্ষকদের লাঞ্ছনা, ক্যাম্পাসজুড়ে নৈরাজ্য ও তাণ্ডব এবং জুবেরী ভবনে হামলার প্রতিবাদে সোমবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির মানববন্ধন

রাবির আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ৫ মামলা : ছাত্রলীগের নাম নেই

হল ছাড়লেন শিক্ষার্থীরা

আহতদের দেখতে যাননি ভিসি

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনায় পাঁচটি মামলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দুটি, মতিহার থানা পুলিশ দুটি এবং ছাত্রলীগ একটি মামলা করে। তবে কোনোটিতেই আসামি করা হয়নি গুলিবর্ষণকারী ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের। হামলা ও গুলির শিকার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরাই এসব মামলার আসামি। গুলিবর্ষণকারীদের আসামি না করে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মামলা করায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সুশীলসমাজসহ প্রায় সব মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাংচুরের অভিযোগে এক শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার পর সোমবার সকালে আবাসিক হল ছেড়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। তবে বিভিন্ন আবাসিক হলে এখনও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অবস্থান করছেন। আহত শিক্ষার্থীদের হাসপাতালে দেখতে যাননি ভিসি প্রফেসর মিজান উদ্দিন। তবে প্রো-ভিসি সোমবার বিকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান। মামলা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

মামলা : আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের প্রকাশ্যে অস্ত্রবাজি ও গুলির ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশে সারা দেশেই তোলপাড় সৃষ্টি হয়। সোমবার মামলায়ও অস্ত্রধারীদের নাম উল্লেখ না করায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে সরকার ও ছাত্রলীগ। পরে রাতে দুই ছাত্রলীগ নেতাকে বহিষ্কার করে সংগঠনটি।

এদিকে শিক্ষকদের লাঞ্ছনা, ক্যাম্পাসজুড়ে নৈরাজ্য, তাণ্ডব ও জুবেরি ভবনে হামলার প্রতিবাদে সোমবার মানববন্ধন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে মানববন্ধন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকরা।

পাঁচ মামলা : মতিহার থানার উপ-পরিদর্শক মনিরুল ইসলাম জানান, অনুমতি ছাড়াই সমাবেশ করা, সরকারি কাজে বাধা ও হামলার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৫০ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত ১৫০ জনকে আসামি করে একটি মামলা করেছে। অপর মামলাটি বিস্ফোরক আইনে করা হয়েছে। এ মামলায়ও একইভাবে ২০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলা দুটির বাদী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. এম এন্তাজুল হক। মনিরুল ইসলাম আরও বলেন, একই ধরনের অভিযোগে পুলিশ ৪৫ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত ১৫০ জনকে আসামি করে মামলা করে। অপর মামলাটি একই ব্যক্তিদের আসামি করে বিস্ফোরক আইনে করা হয়েছে। মামলা দুটির বাদী মতিহার থানার এসআই মাসুদুর রহমান। এছাড়া ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে সহ-সভাপতি তন্ময়ানন্দ অভি শিশিরের ১০ জনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাত ৭০ জনকে আসামি করে মামলা করেন। এতে মিছিলে ককটেল হামলা ও ক্যাম্পাসে নৈরাজ্য সৃষ্টির অভিযোগ আনা হয়েছে।

আসামি করা : সোমবার দুপুরে দায়ের করা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসনের ৪ মামলায় গণমাধ্যমে প্রকাশিত অস্ত্রধারী ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের নাম নেই। আসামি করা হয়েছে হামলার শিকার শিক্ষার্থীদের। আর ছাত্রলীগের মামলায় তো তাদের নেতাকর্মীদের নাম উঠার প্রশ্নই আসে না। এসব মামলায় কাদের আসামি করা হয়েছে— জানতে চাইলে মুখে কুলুপ এঁটে ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তারা।

মামলার এজাহারে অস্ত্রধারী ছাত্রলীগের আসামি না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর সুলতান-উল ইসলাম। তিনি বলেন, কোনো অস্ত্রধারীকে আমরা শিক্ষাঙ্গনে দেখতে চাই না। যারা অস্ত্রবাজির রাজনীতি করে তারা কখনও কারও বন্ধু নয়। কাজেই যে দলেরই হোক অস্ত্রবাজদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

ছাত্রলীগের দুজনকে বহিষ্কার : সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে হামলা ও গুলিবর্ষণের ঘটনায় রাবি শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শামসুজ্জামান ইমন ও যুগ্ম সম্পাদক নাসিম আহমেদ সেতুকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সোমবার রাত ১০টার দিকে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের একটি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

রোববার এ দুজন ছাড়াও ছাত্রলীগের সাবেক কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুদীপ্ত সালাম, বর্তমান কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মুত্তাকিন বিল্লাহ, সহ-সভাপতি ফয়সাল আহমেদ রুনুকে পিস্তল উঁচিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে দেখা যায়। এসব ছবি বিভিন্ন গণমাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছে।

এদিকে ঘটনা তদন্তে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জয়দেব নন্দীকে প্রধান করে ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শিক্ষক সমিতির মানববন্ধন : বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরি ভবনসহ বিভিন্ন ভবনে ভাংচুর চালিয়ে ক্যাম্পাসে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন ও মানববন্ধন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। দুপুর সাড়ে ১২টায় ডিনস কমপ্লেক্সে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর সুলতান-উল ইসলাম বলেন, সান্ধ্যকোর্স বন্ধ ও বর্ধিত ফি বাতিলের দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে কিছু শিক্ষার্থী আন্দোলন করে আসছিল। আন্দোলনের একপর্যায়ে রোববার ক্যাম্পাসে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় তারা শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন এমনকি শিক্ষকদের বাসভবন ও অফিসে হামলা চালায়। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। শিক্ষক সমিতি একটি নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সংগঠন হিসেবে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্লাব ও বাসভবনে হামলার ঘটনায় তারা তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন।

এর আগে সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের সামনে একই দাবিতে মানববন্ধন করে। এতে বক্তব্য দেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর মু. আজহার উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর মু. সাইফুল ইসলাম, প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের আহ্বায়ক আনন্দ কুমার সাহা, জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের প্রফেসর আক্তারুজ্জামান খান প্রমুখ।

হল ছেড়েছেন শিক্ষার্থীরা, আছে ছাত্রলীগ : ভোর থেকেই শিক্ষার্থীরা হল ছাড়তে শুরু করেন। সকাল সাড়ে ৮টার মধ্যে সাধারণ শিক্ষার্থীরা হল থেকে বের হয়ে নিজ নিজ গন্তব্যে রওনা হন। তবে দুপুর ১২টার পরও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমানসহ ১০-১৫ নেতাকর্মীকে দেখা গেছে। অনেক নেতাকর্মীকে ক্যাম্পাসেও মহড়া দিতে দেখা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অনুযায়ী সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার মধ্যেই শিক্ষার্থীরা হল ছাড়লেও একই সময়ে একসঙ্গে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী গন্তব্যে রওনা দিয়ে পড়েন চরম দুর্ভোগে। হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন ও নগরীর বিভিন্ন বাস স্ট্যান্ডে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে দেখা যায়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রাজশাহী বাস স্ট্যান্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনোদপুর, কাজলা গেটসহ নগরীর বিভিন্ন পয়েন্টে গিয়ে দেখা গেছে শত শত শিক্ষার্থী নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছতে এসব স্থানে ভিড় করছেন।

যোগাযোগ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান বলেন, 'আমরা সবাই ৮টার মধ্যে হল থেকে বের হয়ে ক্যাম্পাসে অবস্থান করছি।' তবে হলে অবস্থানকারী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের একাংশ ছাত্রলীগ সভাপতির সঙ্গে অবস্থান করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হলে অবস্থানের বিষয়টি নিশ্চিত করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ এসএম জাহিদ হোসেন বলেন, 'সবাই ছাত্র। সবাইকে বের হয়ে যেতে বলা হয়েছে। আমি খোঁজ নিয়ে এ বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

এক শিক্ষার্থী আটক : সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরি ভবনে (শিক্ষকদের আবাসিক ভবন) ভাংচুরের অভিযোগে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। মতিহার থানার ওসি শাহসুর নূর আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আটক হওয়া শিক্ষার্থীর নাম সজীব সরকার। তিনি ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতরের প্রশাসক ইলিয়াস হোসেন জানান, রোববারের ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তার দায়-দায়িত্ব আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

বর্ধিত ফি প্রত্যাহার ও সান্ধ্যকোর্স বাতিলের দাবিতে কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর আন্দোলনে রোববার হামলা ও গুলি চালায় ছাত্রলীগ। পরে পুলিশ তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এতে ৩০ গুলিবিদ্ধসহ শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন। আহত হন কয়েকজন সংবাদকর্মীও। উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। সকাল ৮টার মধ্যেই শিক্ষার্থীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দেয় রাবি প্রশাসন।